আবিদ রহমান চলে গেলেন!

অজয় দাশগুপ্ত

তাঁকে আমি দীর্ঘকাল থেকে চিনতাম না। তবে জানা ছিল তাঁর নাম তাঁর লেখার সাথেও ছিল পরিচয়। অস্ট্রেলিয়ার দুটি ভিন্ন শহরে বসবাস আমাদের। দূরত্ব ও অনেক। তারপর ও সময় আর চিন্তার ঐক্য যে একসময় নৈকট্য তৈরি করবে এটাই ছিল নিয়তি। তাঁর অন লাইন কাগজ রাখালের জন্য লেখা চেয়ে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটান তিনি। কিছু দিন পর ঢাকা বাসী হবার আনন্দে আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার দায়িত্ব নিলেন। তখন থেকেই ঘনিষ্ঠতার শুরু। বেশ কয়েকটি কাগজে লেখা আর বহুপ্রজ হবার কারণে আমি ঠিক রাজী না হলেও তিনি ছিলেন নাছোড় বান্দা। যোগাযোগের ঐ সুবর্ণ মূহুর্তগুলো এত তাড়াতাড়ি স্মৃতিতে পরিণত হবে ভাবিনি। অসাধারণ ইংরেজি লিখতেন। প্রখর ব্যাকরণ বোধ আর শব্দচয়নে চমৎকার বুনন। আমি বিস্মিত হতাম। অনেক সময় অভিধান না হাতড়ে উত্তর দিতেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়তাম।

এক সময় সে পাট চুকলো। মেলবোর্নে ফিরে এলেন তিনি। ফেরার পরদিন সন্ধ্যায় ম্যারাথন ফোনালাপে তাঁর বেদনা ও রাগের বহি:প্রকাশে আমি এক সৎ ও প্রতিবাদী মানুষের অবয়ব খুঁজে পেয়েছিলাম। সততার পোকা মাথায় নিয়ে অসৎ সমাজে নষ্ট পরিবেশে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় না। তিনি ও পারেন নি। না পারার আরো কিছু কারণ আছে। স্বাভাবিক মানুষের মত খাওয়া দাওয়া আর নিদ্রা তার প্রার্থিত কিছু ছিল না। বোহেমিয়ান ই বটে। জীবনের শুরুতে বিসিএস ক্যাডারে পুলিশের লোভনীয় চাকরী পাবার পর ও ছেড়ে দিয়েছিলেন. হংকংএ ব্যবসা সাফল্য কিছুই কিছু নয়। মেলবোর্ন পৃথিবী বিচারে প্রায় ই এক বা দুই নম্বর নগরী। তাও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। গলি ঘিঞ্জি আর বসবাসযোগ্য ঢাকায় থাকার আপ্রাণ বাসনা নিয়েই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন আমার এই বন্ধু।

লেখালেখির বিভিন্ন শাখায় অনায়াস মেধা আর শ্রমের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। প্রচার বিমুখ আর স্পষ্টভাষী বলে তেমন প্রচার বা খ্যাতি ছিল না তাঁর। কিন্তু যারা জানেন তাঁরা নিশ্চয় হ্যাট অফ বিদায় সম্ভাষণ জানাবেন। গত কয়েক মাস থেকে শরীর বিদ্রোহ করছিল তাঁর। প্রশ্ন করলে বলতেন, "আরে আমার কিচ্ছু হবে না। এই একটু সূচ সুতোর গুঁতো নিতে যাচ্ছি"। সে আপদ ও সহ্য করতে হয় নি তাঁকে। তাঁর আগেই বিদায় নিয়েছেন। মেলবোর্নে শাহবাগ সংহতির নায়ক আড্ডা দিতে দিতেই ঢলে পড়েছেন আবিদ রহমান।

না ফেরার দেশে যাওয়া আমার এই বন্ধুটি কে শ্রদ্ধা আর বিনম্র প্রণাম। মনে রাখার মত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। আবিদ রহমান নীল দিগন্তে আকাশের ওপারের আকাশে ভালো থাকুন। বাংলাদেশ আপনাকে মনে রাখবে।